



232352 - হস্তমথৈনকে কনে রোযা-ভঙ্গরে কারণ হসিবে গণ্য করা হয়; অথচ বপের্দা ও অন্যান্য গুনাহকে রোযা-ভঙ্গরে কারণ হসিবে গণ্য করা হয় না

প্রশ্ন

আপনারা 221471 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি হস্তমথৈন করা হারাম জনেও রমযান মাসে সটো করে; হস্তমথৈন করার সময় সে যদি নিও জানে যে, হস্তমথৈন করলে রোযা ভঙ্গে যায় তবুও তার রোযা বাতলি হয়ে যাবে। কেননা হস্তমথৈন করা হারাম এইটুকু জানার মাধ্যমেই এর থেকে বরিত থাকা তার উপর ওয়াজবি। কিন্তু, আপনারা 107624 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছেন যে, যে নারী হযিব পরে না, সে যদি বপের্দা হওয়ার বধিান হারাম জানা সত্তবেও বপের্দা হয় তদুপরি এ গুনাহর কারণে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। সুতরাং এ দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কথায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো নরিদ্ষিট; কুরআন ও সুননাহতে স্পষ্টভাবে সগেলো উদ্ধৃত হয়েছে। সগেলো হল: সহবাস, পানাহার, যা কিছু পানাহারেরে স্থলাভিষিক্ত যমেন- স্যালাইন ইনজকেশন, হস্তমথৈন, শঙ্গিগা লাগানো, ইচ্ছাকৃত বমি ও হায়যে।

ইতপূর্বে 38023 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়গুলো উদ্ধৃত হয়েছে।

রোযা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে হস্তমথৈন ও বপের্দার মধ্যে পার্থক্য হল: হস্তমথৈন সত্তাগতভাবে রোযা ভঙ্গকারী ও রোযার সাথে সাংঘর্ষিক। দলিলি হচ্ছে-- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন: রোযা আমারই জন্য। আমিই এর প্রতদিন দবি। বান্দা আমার জন্য পানাহার ও যটোনসুখ বর্জন করে।" হস্তমথৈন যটোনসুখ। তাই সটো পানাহারেরে ন্যায় রোযা ভঙ্গকারী।

ইবনে হাজার আল-হাইতামী (রহঃ) বলেন: "হস্তমথৈন নজিহে রোযাভঙ্গকারী।"[আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহিয়া আল-কুবরা (২/৭৩)]

শাইখ মুহাম্মদ মুখতার আস-শানক্বতি বলেন:

তিনি (আল্লাহ) বলছেন: "যটোনসুখ"। এটাকে তিনি সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। ফলে বড় যটোনসুখ যা সহবাসেরে মাধ্যমে অর্জিত হয় সটোও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং যে যটোনসুখ হস্তমথৈনেরে মাঝে হাছিলি হয় সটোও অন্তর্ভুক্ত করেছে। যখন সে বীর্যপাত করে তখন তার যটোনসুখ লাভ হয়। এটাই হচ্ছে বড় যটোনসুখ। এ দকি থেকে সে ব-রোযাদার গণ্য হয়। কেননা



রোযাদার তার যত্নসুখকে ত্যাগ করে। যবে ব্যক্তি হস্তমথৈন করল সবে ততো আর যত্নসুখকে ত্যাগ করল না।"[শারহুল যাদলি মুস্তাকনি (৪/১০৪) থেকে সমাপ্ত]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া গ্রন্থে (৪/১০০) এসেছে:

"মালকে মাযহাব, শাফয়ে মাযহাব, হাম্বলি মাযহাব ও হানাফি মাযহাবের অধিকাংশ আলমেরে মতে: হাত দিয়ে হস্তমথৈন রোযাকে বাতলি করে দেয়।"[সমাপ্ত]

পক্ষান্তরে, বপের্দা হওয়া রোযা ভঙ্গকারী নয়। বরং তা গীবত, মথিয়া ইত্যাদি অন্য গুনাহসমূহেরে মত একটি গুনাহ; যগুলোর কারণে রোযার সওয়াব কমে যায়; কনিতু রোযা ভাঙে না।

ইতপূর্ববে 50063 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচতি হয়েছে যে, গুনাহ রোযাদারেরে সওয়াব কমিয়ে দেয়। কখনও কখনও এত বেশি গুনাহ করা হয় যে, রোযার সম্পূর্ণ সওয়াব শেষে হয়ে যায়। কনিতু রোযাকে নষ্ট করে না। বরং এ গুনাহ সত্ত্ববে তার রোযা সহি হববে এবং রোযাদারেরে উপর থেকে ফরযিত দায়িত্ব খালাস হববে এবং তাকে কাযা পালন করার আদশে দয়ো হববে না।